সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সি.ভি.এফ.'এর সদস্য দেশগুলোকে ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিউট্রাল দেশে রূপান্তরে নেতৃত্ব দিতে হবে বাংলাদেশকে, অভিমত বিশেষজ্ঞদের

আজ ১৫ এপ্রিল ২০২১ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় "সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট" সি.পি.আর.ডি. এবং ক্লাইমেট একশান নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া-বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্দ্যোগে " **Enhanced NDCs কে প্যারিস এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী তৈরিকরণ এবং সভাপ্রধান রাষ্ট্র হিসাবে 'ক্লাইমেট ভলনারেবল ফোরামে' বাংলাদেশের ভূমিকা"** শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মূলত Enhanced NDC নিয়ে নাগরিক সমাজ এবং বিভিন্ন অংশীজনের আকাংঙ্খা এবং প্যারিস এগ্রিমন্ট অনুযায়ী Enhanced NDC তৈরি করে কার্বন নিউট্রাল পৃথিবী গঠনে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা তুলে ধরতে এই সংবাদ সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সি.পি.আর.ডি.'র নির্বাহী প্রধান জনাব সামছুদ্দোহা অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিষ্ট ফোরামের সভাপতি জনাব কাউসার রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক এবং সুন্দরবন ও উপকূল সুরক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়ক জনাব নিখিল ভদ্র এবং সি.ডি.পি.'র নির্বাহী প্রধান জনাব সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাসান মাসুম। অতিথি বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটের পরিচালক জনাব ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ এবং এনভাইরনমেন্ট জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম চৌধুরি। সংবাদ সম্মেলনে ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন CANSA বাংলাদেশের স্ট্র্যাটেজি কমিটির চেয়ারপারসন জনাবা রাবেয়া বেগম।

লিখিত বক্তব্যে জনাব সামছুদ্দোহা বলেন প্যারিস চুক্তির মূল লক্ষ্যই ছিল পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে শিল্প বিপ্লব পূর্ব সময়ের থেকে ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে সীমাবদ্ধ রাখা এবং এটি একমাত্র অর্জন করা সম্ভব যদি রাষ্ট্রগুলো তাদের Enhanced NDC যথাযথভাবে তৈরি করে জমা দেয়। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে Enhanced NDC ডকুমেন্ট চুড়ান্তকরণে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহকে অবশ্যই প্যারিস এগ্রিমেন্টের সকল লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে। ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিউট্রাল পৃথিবী গড়তে হলে রাষ্ট্রসমূহকে দ্রুত কার্বন নির্গমণের রেখাচিত্রের সর্বোচ্চ সিমাটিতে পৌঁছাতে হবে এবং তাকে কমানো শুরু করতে হবে। জনাব সামছুদ্দোহা প্যারিস চুক্তির কার্বন উদগীরণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় রেজিলিয়ান্ট কমিউনিটি বিনির্মাণ এবং লস এন্ড ড্যামেজসহ প্যারিস চুক্তির সকল লক্ষ এবং সুযোগগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের Enhanced NDC তৈরিতে গুরুত্বারোপ করেন।

জনাব সামছুদ্দোহা আরও বলেন, বাংলাদেশ এরই মধ্যে ক্লাইমেট ভলনারেবল ফোরামে (সি.ভি.এফ.) এর চেয়ার করছে ফলে বাংলাদেশের সুযোগ রয়েছে সি.ভি.এফ. ভুক্ত দেশগুলোকে ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিউট্রাল অর্থনীতির রাষ্ট্র হওয়ার পথে নেতৃত্ব দিতে। তিনি বলেন বাংলাদেশ এরই মধ্যে "মুজিব ক্লাইমেট পারসপেক্টিভ প্ল্যান - ২০৩০" ঘোষণা করেছে যেটি অবশ্যই প্রশংসনীয়, এটিকে অবশ্যই প্যারিস ক্লাইমেট গোল এর সাথে সংযুক্ত কার উচিৎ। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ভার্চুয়াল জলবায়ু সম্মেলন বিষয়ে তিনি বলেন বাংলাদেশ এবং সি.ভি.এফ. রাষ্ট্রসমূহকে এই সম্মেলনে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক সক্ষমতার আনুপাতিক হারে তাদের Enhanced NDC 'তে কার্বন নির্গমণ হ্রাস এবং বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ক্লাইমেট ফান্ড গঠনে চাপ প্রয়োগ করতে পারে।

জনাব সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাসান মাসুম তার বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশ যদি তার আনকন্ডিশনাল টার্গেটগুলোকে পূরণ করতে চায় তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশকে NDC'র সাথে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করতে করতে হবে। বর্তমান বাস্তবতায় উন্নয়ন এবং NDC কে আলাদা করে দেখার সুযোগ নাই।

জনাব কামরুল হাসান তার বক্তব্যে বলেন NDC একটি জাতীয় ডকুমেন্ট আমরা দেখছি এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে কিছুটা সম্পৃক্ত করা গেছে কিন্তু সিভিল সোসাইটি কে এখনো সম্পৃক্ত করা হয়নি। NDC এর মতন একটি জাতীয় ডকুমেন্ট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সিভিল সোসাইটিকে বাইরে রাখার বিষয়টি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশ বৈশ্বিক কয়েকটি প্লাটর্ফমে নেতৃত্ব

দিয়ে যাচ্ছে এবং আগামীতে আরও সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা যদি একটি গ্রহণযোগ্য এবং সময় উপযোগী NDC তৈরি করতে না পারি তাহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ধরে রাখা কঠিন হবে।

জনাব নিখিল ভদ্র বলেন আমরা দেখছি NDC বাস্তবায়নে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠি এবং যারা এটি নিয়ে গবেষণা করে এবং মাঠে ময়দানে কাজ করে তাদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। কিন্তু তাদের যুক্তকরা না হলে আমরা একটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় ডকুমেন্ট পাবো না।

জনাব কাউসার রহমান বলেন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এরই মধ্যে অনেক অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। আমরা এরই মধ্যে অনেক জাতীয় ডকুমেন্ট তৈরী করেছি। আমাদের NDC কে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং UNFCCC এর নির্দেশনা অনুযায়ী তৈরি করতে হবে। বাইডেন প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর আমরা USA এর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নীতির পরিবর্তন হতে দেখছি এই প্রেক্ষিতে অধিক কার্বন উদগীরণকারী দেশগুলোর উপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে এটি বাংলাদেশের জন্য নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি করেছে। বাংলাদেশ সহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশ গুলোকে এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

জনাব ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ বলেন আমরা দেখছি Enhanced NDC প্রণয়নে অধিক কার্বন উদগীরণকারী দেশগুলোর অনীহা রয়েছে। অনেকে তাদের আগের ডকুমেন্টই জমা দিতে দেখা যাচ্ছে, এটা একটি বড় চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশকেও একটি গ্রহণযোগ্য Enhanced NDC তৈরি করতে হবে। কিন্তু আমরা জানি বাংলাদেশ বৈশ্বিক কার্বন উদগীরণের মাত্র ৩০০ ভাগের এক ভাগ করে এবং আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক বাস্তবতা অনেক নিচের দিকে। ফলে আমাদের দারিদ্র বিমোচনও করতে হবে একই সাথে এই জনগোষ্ঠিকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে বাঁচাতে হবে এবং বৈশ্বিক উদ্যোগের সাথেও থাকতে হবে।

জনাবা রাবেয়া বেগম ধন্যবাদ বক্তব্যে অংশগ্রহণমূলক এবং UNFCCC এর নির্দেশনা অনুযায়ী Enhanced NDC ডকুমেনট এর প্রত্যাশা রেখে সংবাদ সম্মেলনটির সমাপ্তি টানেন।

Enhanced NDC প্রণয়ন চূড়ান্তকরণে জন্য সুপারিশে বল হয়:

- Enhanced NDC চূড়ান্ত করণে বিশেষজ্ঞ অংশীজন, নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ জরুরী
- Enhanced NDC দলিলটি তৈরিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন- সড়ক ও পরিবহন, শিল্প, গৃহায়ণ এবং গণপূর্ত, কৃষি, রেলওয়ে, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, টেক্সটাইল এবং পাট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি অংশীদারিত্বপূর্ণ সম্পর্ক হওয়া প্রয়োজন
- NDC তৈরি এবং বাস্তবায়নে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্ট্র্যাটেজি কমিটি থাকা প্রয়োজন
- NDC নথিটিকে জাতীয় অন্যান্য পরিকল্পনা এবং কর্ম কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যভাবে তৈরি করা প্রয়োজন
- Enhanced NDC চূড়ান্তকরণে জাতীয় সংসদে নথিটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন জরুরি।
- দেশের কার্বণ ঘন খাতগুলোকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন (যেমন- যোগাযোগ, নির্মাণ খাত, গৃহায়ণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, সিমেন্ট এবং স্টিল ইন্ডাস্ট্রি, ইট ভাটা ইত্যাদি) তাদেরকে Enhanced NDC তে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।
- কার্বন নির্গমণ কি পরিমাণে হ্রাস করা হচ্ছে তার একটি সংখ্যাগত হিসাব উপস্থাপন করা এবং তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা যেতে পারে।

বার্তা প্রেরক
আল ইমরান
রিসার্চ এসিসটেন্ট (পলিসি এন্ড এডভুকেসি)
সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
০১৯৩৮৩৯৮৫৭৫